দানিয়েলের বই - নম্বর ছাপ্পান্ন

প্রকাশিত বাক্য ১৭-এর রহস্য উন্মোচন: মহা ব্যভিচারিণী ও পশুর অন্তিম ভবিষ্যদ্বাণী

Jeff Pippenger
2024-01-20

বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত রাজ্যগুলোর শেষ চিত্রায়ণ প্রকাশিত বাক্যের সতেরোতম অধ্যায়ে পাওয়া যায়। সেই অধ্যায়ে, তৃতীয় পদে, যোহনকে "অরণ্যে" নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে স্বর্গদূত যোহনকে ভবিষ্যদ্বাণীর "মহা ব্যভিচারিণী"-র বিচার দেখাতে পারেন, যিনি "বহু জলের" ওপর বসে আছেন এবং যিনি "পৃথিবীর রাজাদের" সঙ্গে "ব্যভিচার" করছেন।

> আর সাতটি পাত্রধারী সাত স্বর্গদূতের একজন এসে আমার সঙ্গে কথা বলে বলল, ‘এদিকে আসো; বহু জলরাশির উপর যে বসে আছে সেই মহা-বেশ্যার বিচার আমি তোমাকে দেখাব। যার সঙ্গে পৃথিবীর রাজারা ব্যভিচার করেছে, এবং যার ব্যভিচারের মদে পৃথিবীর অধিবাসীরা মাতাল হয়েছে।’ তারপর সে আমাকে আত্মায় মরুভূমিতে নিয়ে গেল; এবং আমি দেখলাম, এক নারী এক রক্তবর্ণ পশুর উপর বসে আছে, যে পশুটি নিন্দার নামসমূহে পরিপূর্ণ, এবং যার সাতটি মাথা ও দশটি শিং ছিল। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১-৩।

জনের নিজের কথায় "wilderness" বলতে ৫৩৮ সাল থেকে ১৭৯৮ সালে শেষকালের সময় পর্যন্ত পোপীয় শাসনের এক হাজার দুইশো ষাট বছরকে বোঝানো হয়েছে।

> আর সেই নারী অরণ্যে পালিয়ে গেল, যেখানে তার জন্য ঈশ্বর প্রস্তুত করা একটি স্থান আছে, যাতে সেখানে তাকে এক হাজার দুই শত ষাট দিন ধরে খাদ্য প্রদান করা হয়। ... আর সেই নারীকে এক মহা ঈগলের দুটি ডানা দেওয়া হল, যাতে সে উড়ে অরণ্যে, তার নিজ স্থানে যেতে পারে, যেখানে তাকে এক সময়, সময়সমূহ এবং অর্ধেক সময় পর্যন্ত সর্পের সম্মুখ থেকে খাদ্য প্রদান করা হয়। প্রকাশিত বাক্য 12:6, 14.

আত্মায়, যোহনকে পোপতান্ত্রিক শাসনের এক হাজার দুইশো ষাট বছরের সময়কালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই বছরগুলো ইজেবেল, আহাব ও এলিয়াহর ইতিহাসে তিন বছর ছয় মাসের খরার দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল। সেই বছরগুলো অব্যাহত থাকার কথা ছিল যতক্ষণ না ১৭৯৮ সালে পোপতন্ত্র প্রাণঘাতী আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কারণ তা "নির্ধারিত" ছিল প্রথম রোষের শেষে ঘটতে, যা ছিল সেই যুদ্ধের সমাপ্তি, যে যুদ্ধ পৌত্তলিকতা ও পোপতন্ত্রের দুই বিধ্বংসী শক্তির মাধ্যমে পবিত্রস্থান ও বাহিনীর উপর নামিয়ে আনা হয়েছিল। এই সব তথ্য সাম্প্রতিক প্রবন্ধগুলিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

‘মহা ব্যভিচারিণী’ হলেন ইশাইয়ার বর্ণিত তিরের ব্যভিচারিণী, যাকে প্রতীকী সত্তর বছরের জন্য ভুলে যাওয়ার কথা ছিল; যা ছিল ‘এক রাজার দিনগুলো’। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসই সেই প্রতীকী সত্তর বছরের ইতিহাস, যা বাবিলের শাসনকালে বন্দিদশার সত্তর বছরের মাধ্যমে প্রতিরূপিত হয়েছিল—বাবিলই ছিল বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম রাজ্য। সেই সময়ে তিরের মহা ব্যভিচারিণীকে ভুলে যাওয়ার কথা ছিল। সেই ইতিহাসের শেষে তাকে স্মরণ করা হবে এবং সে আবার বেরিয়ে গিয়ে তার গান গাইবে; এভাবে পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে ব্যভিচার করবে। পোপতান্ত্রিক ক্ষমতার বিচার দেখার জন্য যোহনকে আত্মিকভাবে পোপতান্ত্রিক শাসনের ইতিহাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পুরোহিতের কন্যা ব্যভিচার করলে, তার শাস্তির

বিধান ছিল আগুনে দগ্ধ করা।

> আর কোনো যাজকের কন্যা যদি বেশ্যাবৃত্তি করে নিজেকে অপবিত্র করে, তবে সে তার পিতাকে অপবিত্র করে; তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। লেবীয় পুস্তক ২১:৯

শেষে সাতটি বালার একটি ঢেলে দিয়েছিলেন এমন স্বর্গদূতদের একজন যোহনকে যে মহাবেশ্যার বিচারের দর্শন দিয়েছিলেন, সেই দর্শনে দেখা গেল যে তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

> আর যে দশটি শিং তুমি পশুর উপর দেখেছিলে, সেগুলো সেই বেশ্যাকে ঘৃণা করবে; তাকে উজাড় ও নগ্ন করে দেবে, তার মাংস খাবে, আর আগুনে তাকে পুড়িয়ে দেবে। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৬।

মহাবেশ্যা যে জলসমূহের উপর বসে আছে, সেগুলো পৃথিবীর মানুষ; যুক্তরাষ্ট্র প্রতারণা করে যখন সমগ্র বিশ্বকে সেই পশুকে উপাসনা করাবে—যে-ই আবার মহাবেশ্যা—তখন সেই মানুষরা তার কর্তৃত্বের অধীনে আনা হবে। এরপর যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশিত বাক্যের সতেরো অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত দশ রাজার মধ্যে প্রধান রাজার স্থান অধিকার করবে, এবং এই চিত্রণে যুক্তরাষ্ট্র সেই প্রথম রাজার প্রতিনিধিত্ব করে যে ওই মহাবেশ্যার সঙ্গে ব্যভিচার করে, যদিও পরবর্তীতে সে সকল রাজার সঙ্গেই সেই কাজটি সম্পন্ন করবে।

অনেক রাজার মধ্যে প্রথম রাজা হিসেবে আহাবকে উপস্থাপন করা হয়েছে; তিনি মহাবেশ্যার সঙ্গে বিবাহিত ছিলেন, এবং থুয়াতিরার মণ্ডলীতে সেই মহাবেশ্যাকে ইয়েজেবেল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইয়েজেবেলের (মহাবেশ্যা) বিচার করবে দশ রাজা, যাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা গির্জা ও রাষ্ট্রের জোটে বাধ্য করবে। বেশ্যার প্রতি তাদের ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও, সেই রাজারা পোপতন্ত্রকে বিশ্ব শাসন করতে দিতে সম্মত হবে (জলের উপর বসা)।

> আর তুমি যে দশটি শিং দেখেছিলে, সেগুলো দশজন রাজা; তারা এখনো কোনো রাজ্য পায়নি, কিন্তু পশুর সঙ্গে এক ঘণ্টা রাজাদের মতো ক্ষমতা পাবে। এদের একটাই অভিপ্রায় থাকবে, এবং তারা তাদের ক্ষমতা ও শক্তি সেই পশুকে দেবে। এরা মেষশিশুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আর মেষশিশু তাদের জয় করবে; কারণ তিনি প্রভুদের প্রভু এবং রাজাদের রাজা; এবং যারা তাঁর সঙ্গে আছে, তারা আহ্বানপ্রাপ্ত, নির্বাচিত ও বিশ্বস্ত। তিনি আমাকে বললেন, তুমি যে জল দেখেছিলে, যেখানে সেই ব্যভিচারিণী বসে আছে—সেগুলো হলো জনগণ, বিপুল জনতা, জাতিসমূহ ও ভাষাসমূহ। আর তুমি পশুর উপর যে দশটি শিং দেখেছিলে, তারা সেই ব্যভিচারিণীকে ঘৃণা করবে, তাকে উজাড় ও উলঙ্গ করবে, তার মাংস খাবে, এবং আগুন দিয়ে তাকে জ্বালিয়ে দেবে। কারণ ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে, একমত হতে, এবং ঈশ্বরের বাক্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের রাজ্য পশুকে দিতে স্থাপন করেছেন। আর তুমি যে নারীকে দেখেছিলে, সে-ই সেই মহানগরী, যে পৃথিবীর রাজাদের উপর রাজত্ব করে। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১২-১৮।

‘দশ রাজা’ (জাতিসংঘ) আসলে পোপতন্ত্রকে ঘৃণা করে, কিন্তু ক্রমবর্ধমান দুর্যোগ থেকে বিশ্বকে বাঁচানোর নিরর্থক আশায় পরিস্থিতির চাপে তারা তাদের স্বল্পস্থায়ী রাজ্য পোপতান্ত্রিক ক্ষমতার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তারা যখন তার প্রতারণা বুঝতে পারে, তখন লেবীয় পুস্তকের বিধির পরিপূর্তিতে আগুন দিয়ে তাকে দগ্ধ করার অস্ত্র হয়ে ওঠে।

"দশ রাজা" ঈশ্বরের শেষ দিনের লোকদের ওপর যে নির্যাতন তারা চালায়, তার মাধ্যমে "মেষশাবকের সঙ্গে যুদ্ধ" করে।

> কেন জাতিরা উন্মত্ত হয়, আর লোকেরা নিরর্থক পরিকল্পনা করে? পৃথিবীর রাজাগণ স্থির হয়ে দাঁড়ায়, এবং শাসকেরা একত্রে পরামর্শ করে—প্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁর অভিষিক্তের বিরুদ্ধে—বলে, “আস, আমরা তাদের বন্ধন ছিন্ন করি, আর তাদের রজ্জু আমাদের কাছ থেকে ফেলে দিই।” স্বর্গে যিনি অধিষ্ঠিত তিনি হাসবেন; প্রভু তাদের উপহাস করবেন। তারপর তিনি তাঁর ক্রোধে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন, এবং তাঁর তীব্র অপ্রসন্নতায় তাদেরকে আতঙ্কিত করবেন। গীতসংহিতা ২:১-৫।

পৃথিবীর রাজারা পোপতন্ত্রের পক্ষ থেকে যে উৎপীড়ন চালায়, তা ক্রুশে খ্রিস্টের বিরুদ্ধেও করা হয়েছিল।

> যিনি তোমার দাস দাউদের মুখে বলেছেন, “জাতিগণ কেন উন্মত্ত হল, এবং লোকেরা কেন নিরর্থক বিষয় কল্পনা করল? পৃথিবীর রাজাগণ উঠে দাঁড়াল, এবং শাসকেরা প্রভুর বিরুদ্ধে ও তাঁর খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে একত্রিত হল।” কারণ সত্যই, তোমার পবিত্র শিশু যীশুর বিরুদ্ধে—যাকে তুমি অভিষিক্ত করেছ—হেরোদ ও পন্তীয় পীলাত, অজাতীয়দের এবং ইস্রায়েলের লোকদের সঙ্গে একত্রিত হয়েছিল, যাতে তারা তাই করে, যা কিছু তোমার হাত ও তোমার পরামর্শ পূর্বেই হওয়ার জন্য স্থির করেছিল। প্রেরিতদের কাজ ৪:২৫-২৮।

তাঁর ক্রুশবিদ্ধতার সময় তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল যে "পৃথিবীর রাজারা", তারা "প্রকাশিত বাক্য" সতেরো অধ্যায়ের "দশ রাজা"কে বোঝায়, যারা তাঁর লোকদের নির্যাতন করে আবার মেষশাবকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ক্রুশবিদ্ধতার সময়, সেই রাজারা ছিলেন "দুষ্টদের সমাবেশে", যারা খ্রিষ্টকে "ঘিরে ধরেছিল", এবং তাঁর শেষ দিনের লোকদের সঙ্গেও তারা আবার তাই করে।

> কারণ কুকুরেরা আমাকে পরিবেষ্টন করেছে; দুর্জনদের সমাবেশ আমাকে ঘিরে ফেলেছে; তারা আমার হাত ও পায়ে বিদ্ধ করেছে। আমি আমার সমস্ত অস্থি গুনতে পারি; তারা আমাকে দেখে এবং আমার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারা আমার বস্ত্র নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়, আর আমার অঙ্গবস্ত্রের জন্য পাশা ফেলে। গীতসংহিতা ২২:১৬–১৮।

দশ রাজা, যারা মহা বেশ্যার ওপর বিচার আনেন, তারা তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়, কারণ সে এমন এক বেশ্যা যে নিজেকে যাজকের কন্যা বলে দাবি করে। ঐ রাজাদের "কুকুর" হিসেবেও চিত্রিত করা হয়েছে, এবং ওই দশ রাজা শুধু মহা বেশ্যাকে আগুনে পুড়িয়েই ছাড়বে না, বরং "তার মাংসও খাবে"। ইযেবেলের মৃত্যু ঘটে যখন তাকে প্রাচীরের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার দেহ মাটিতে আছড়ে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়; তারপর কুকুরেরা এসে তার মাংস খেয়ে ফেলে।

> আর যেহু যখন যিজরেল পৌঁছাল, ইজেবেল তা শুনল; সে নিজের মুখে রঙ লাগাল, মাথা সাজাল, আর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আর যেহু যখন ফটক দিয়ে ঢুকল, সে বলল, ‘যে তার প্রভুকে হত্যা করেছিল, সেই জিম্রি কি শান্তি পেয়েছিল?’ তখন সে জানালার দিকে মুখ তুলে বলল, ‘আমার পক্ষে কে? কে?’ আর তার দিকে দুই বা তিন জন খোজা বাইরে তাকাল। সে বলল, ‘তাকে নিচে ফেলে দাও।’ তাই তারা তাকে নিচে ফেলে দিল; আর তার কিছু রক্ত দেয়ালে ও ঘোড়াগুলোর ওপর ছিটকে পড়ল; আর সে তাকে পদদলিত করল। এবং সে ভিতরে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে বলল, ‘এখন যাও, ওই অভিশপ্ত নারীকে দেখে কবর দাও; কারণ সে রাজার মেয়ে।’ তারা তাকে কবর দিতে গেল; কিন্তু তারা তার খুলি, পা, আর হাতের তালু ছাড়া

> আর কিছুই পেল না। তাই তারা ফিরে এসে তাকে জানাল। আর সে বলল, ‘এটাই সদাপ্রভুর বাক্য, যা তিনি তাঁর দাস তিশবীয় এলিয়াহুর মাধ্যমে বলেছেন: যিজরেলের অংশে কুকুরেরা ইজেবেলের মাংস খাবে; আর যিজরেলের অংশে ক্ষেতের উপরে ইজেবেলের লাশ মলের মতো হবে; যাতে কেউ বলতে না পারে, “এটা ইজেবেল।”’ ২ রাজাবলি ৯:৩০-৩৭.

দশ রাজা, অর্থাৎ জাতিসংঘ, যাদের প্রধান রাজা হলো যুক্তরাষ্ট্র, তারা পোপতন্ত্রের ওপর বিচার আনবে, তাকে আগুনে পুড়িয়ে এবং তার মাংস খেয়ে। ঐ বিচারই জনকে দেখাতে স্বর্গদূত এসেছিলেন, এবং তা করতে তিনি জনকে মরুভূমির ইতিহাসে নিয়ে গেলেন, কিন্তু মরুভূমির ইতিহাসের কোনো এলোমেলো বিন্দুতে নয়, বরং সেই সময়সীমার একেবারে শেষে। এটি স্পষ্ট যে জনকে এক হাজার দুইশো ষাট বছরের সময়সীমার শেষে স্থাপন করা হয়েছিল, কারণ যখন জন সেই নারীটিকে দেখলেন, তখন নারীটি ইতিমধ্যেই নিপীড়নের রক্তে মাতাল ছিল এবং ইতিমধ্যেই বেশ্যাদের জননী হিসেবে চিহ্নিত ছিল।

> তখন তিনি আত্মায় আমাকে মরুভূমিতে নিয়ে গেলেন: আর আমি দেখলাম, এক রক্তবর্ণ জন্তুর উপর এক নারী বসে আছে, যে জন্তু নিন্দার নামসমূহে পরিপূর্ণ ছিল; তার সাতটি মাথা ও দশটি শিং ছিল। আর সেই নারী বেগুনি ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে সজ্জিত ছিল, এবং সোনা, মূল্যবান পাথর ও মুক্তো দিয়ে অলংকৃত ছিল; তার হাতে ছিল একটি সোনার পেয়ালা, যা তার ব্যভিচারের জঘন্যতা ও অশুচিতায় পরিপূর্ণ ছিল। আর তার কপালে লেখা ছিল একটি নাম: রহস্য, মহা বাবিল, পৃথিবীর বেশ্যাদের ও জঘন্যতার মা। আর আমি দেখলাম, সেই নারী পবিত্রদের রক্তে এবং যিশুর শহীদদের রক্তে মত্ত ছিল; আর যখন আমি তাকে দেখলাম, আমি মহা বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। প্রকাশিত বাক্য ১৭:৩-৬।

টাইরের বেশ্যা, যাকে প্রকাশিত বাক্য সতেরো অধ্যায়ে "মহা-বেশ্যা" হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে ভুলে রাখা ছিল, যতক্ষণ না সে আবার তার গান গাইবে এবং পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে ব্যভিচার করবে।

১৯৫০ সালের আগে প্রকাশিত যে কোনো স্বনামধন্য অভিধান উল্লেখ করে যে প্রকাশিত বাক্য ১৭-এ রক্তবর্ণ বস্ত্রপরিহিতা নারী রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রতীক, কিন্তু আজ বিশ্ব মনে করে ক্যাথলিক গির্জা একটি খ্রিস্টীয় গির্জা। বিশ্ব তার প্রকৃত পরিচয় ভুলে গেছে।

যখন যোহন তাকে দেখলেন, অন্ধকার যুগের উৎপীড়ন শেষপ্রান্তে ছিল, কারণ সে ইতিমধ্যেই সন্তদের রক্তে মাতাল ছিল। প্রাকৃতিক বিষয় আধ্যাত্মিক বিষয়কে চিত্রিত করে, এবং মানুষ পান করার পরেই মাতাল হয়, আগে নয়।

১৭৯৮ সালের বহু শতাব্দী আগে ক্যাথলিক ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রোটেস্ট্যান্টরা, ১৭৯৮ নাগাদ ক্যাথলিক গির্জার সহভাগিতায় ফিরে আসার পথ ধরেছিল, কারণ তাকে "বেশ্যাদের জননী" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যখন যোহন তাকে দেখে বিস্মিত হলেন, তখন তার সহভাগিতা থেকে পূর্বে যে গির্জাগুলি বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, তারা ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছিল। অতএব যোহনকে ১৭৯৮ সালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যখন সেই মহাবেশ্যা ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টানকে হত্যা করেছিল এবং প্রাক্তন প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলিকে প্রলুব্ধ করেছিল তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ এই দাবি গ্রহণ করতে যে সে গির্জাগুলির প্রধান, যেমন ৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে জাস্টিনিয়ান তাকে সেভাবেই চিহ্নিত করেছিলেন।

১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে, স্বর্গদূত তখন যোহনের কাছে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত রাজ্যসমূহের চূড়ান্ত প্রতিচিত্র উপস্থাপন করলেন।

> আর স্বর্গদূত আমাকে বললেন, তুমি কেন বিস্মিত হলে? আমি তোমাকে সেই স্ত্রীর রহস্য এবং যে পশু তাকে বহন করছে তার রহস্য বলব, যার সাতটি মাথা ও দশটি শিং আছে। তুমি যে পশুকে দেখেছিলে, সে ছিল, এখন নেই; এবং সে অতল গহ্বর থেকে উঠে আসবে ও ধ্বংসে যাবে; এবং পৃথিবীর অধিবাসীরা বিস্মিত হবে—যাদের নাম জগতের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জীবনপুস্তকে লেখা ছিল না—যখন তারা সেই পশুটিকে দেখবে, যে ছিল, এখন নেই, তবুও আছে। এবং এখানে জ্ঞানযুক্ত মন আছে। সেই সাতটি মাথা হলো সাতটি পর্বত, যেগুলোর উপর সেই স্ত্রী বসে আছে। এবং সেখানে সাতজন রাজা আছে: পাঁচজন পতিত হয়েছে, একজন আছে, এবং অন্যজন এখনও আসেনি; আর যখন সে আসবে, তখন অল্পকাল স্থায়ী থাকবে। আর যে পশুটি ছিল, এবং এখন নেই—সেই-ই অষ্টম, এবং সে সাতজনেরই অন্তর্গত, এবং ধ্বংসে যাবে। আর তুমি যে দশটি শিং দেখেছিলে, সেগুলো দশজন রাজা; তারা এখনো কোনো রাজ্য পায়নি; কিন্তু পশুর সঙ্গে এক ঘণ্টা মাত্র রাজাদের মতো ক্ষমতা পাবে। প্রকাশিত বাক্য ১৭:৭-১২।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ‘পশু’ বলতে একটি রাজ্য বোঝায়, যা দানিয়েল পুস্তকের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এবং যে রহস্য স্বর্গদূত যোহনকে জানাচ্ছেন, তা হলো পশু ও পশুর উপর সওয়ার সেই নারীর রহস্য। পশুর উপর থাকা নারী হলো সেই মহাবেশ্যা, যে পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে ব্যভিচার করে। সে ইজেবেল, আর তার স্বামী আহাব।

> অতএব একজন পুরুষ তার পিতা-মাতাকে ত্যাগ করবে এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত হবে; এবং তারা এক দেহ হবে। আদিপুস্তক ২:২৪.

পুরুষ তো পুরুষই, নারী তো নারীই, কিন্তু একত্রে তারা এক দেহ। পশুর রহস্য এই যে, এটি গির্জা ও রাষ্ট্রের সমন্বয়—নারী (গির্জা) ও পশু (রাজারা) মিলিত হয়ে এক রাজ্য, যা দুই অংশ নিয়ে গঠিত। রাষ্ট্রনীতি ও গির্জানীতি একত্র হয়ে, যেখানে সম্পর্কটির নিয়ন্ত্রণ নারীর হাতে, সেটাই ‘পশুর মূর্তি’। যোহনকে দেখানো হয়েছে যে পশু নারীকে বহন করছে, কারণ সম্পর্কটির নিয়ন্ত্রণ তারই হাতে।

> আর তুমি যে নারীকে দেখেছিলে, সেই নারীই সেই মহান নগরী, যা পৃথিবীর রাজাদের উপর রাজত্ব করে। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৮।

একত্রে পশু ও নারী এক রাজ্য (এক দেহ) প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু স্বর্গদূত মহাব্যভিচারিণীর সঙ্গে পৃথিবীর রাজাদের সম্পর্কটিই জোর দিয়ে তুলে ধরছেন। "যে পশুটি" "ছিল, আর নেই", যে "অতল গহ্বর থেকে উপরে উঠবে, এবং ধ্বংসের দিকে যাবে," যাকে দেখে "পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা বিস্মিত হবে", সে হলো পোপতন্ত্র, যখন মহাব্যভিচারিণীর মরণঘাতী ক্ষত সেরে উঠবে। সে বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর পঞ্চম রাজ্য "ছিল", কিন্তু "নির্ধারিত" ছিল যে ১৭৯৮ সালে সে একটি মরণঘাতী ক্ষত পাবে।

যখন জন আধ্যাত্মিকভাবে ১৭৯৮ সালে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, তখন সে পশু ছিল 'না'; আর 'তবু', শীঘ্র-আসন্ন রবিবারের আইনে এসে সমাপ্ত হওয়া সত্তরটি প্রতীকী বছরের শেষে যখন তার মারাত্মক ক্ষত সেরে ওঠে, তখন সে আবার জীবিত 'আছে', তার গান গাইছে, ব্যভিচার করছে এবং খ্রিস্টানদের হত্যা করছে।

অধ্যায় সতেরো হলো বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্যসমূহের শেষ উপস্থাপনা, এবং সে হিসেবে এটি বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্যসমূহের প্রথম উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। ঐ রাজ্যসমূহের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় দানিয়েলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যা হাবাক্কূকের দর্শন লিখে তা ফলকে স্পষ্ট করে দেওয়ার আদেশের পরিপূর্ণতা ছিল এমন উভয় চার্টেই

উপস্থাপিত হয়েছে।

মিলারাইটরা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে দানিয়েলের রাজ্যসমূহ সম্পর্কে তাঁদের বোঝাপড়ায়, যা দ্বিতীয়, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে উপস্থাপিত, সঠিক ছিল, তবে তাঁদের বোঝাপড়া অসম্পূর্ণ ছিল। দানিয়েলের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কিত মিলারের ‘রত্নসমূহ’ শেষ কালে দশ গুণ বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কারণ এটিকে কেবল বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্যসমূহের প্রথম উল্লেখ হিসেবেই নয়, বরং ‘অষ্টমটি সাতটির অন্তর্গত’—এই প্রকাশের প্রথম উল্লেখ হিসেবেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যিশু সর্বদা কোনো বিষয়ের শেষকে সেই বিষয়ের শুরু দিয়ে চিত্রিত করেন।

সমস্ত নবীই অন্তিম দিনের কথা বলছেন; আর যোহন, প্রকাশিত বাক্য সতেরো অধ্যায়ে, “সে পশুকে”—‘যে ছিল, আর নেই; এবং অতল গহ্বর থেকে উঠে আসবে, এবং বিনাশে যাবে’—উপস্থাপন করার সময় অন্তিম পার্থিব রাজ্যটিকে শনাক্ত করছেন। পশুটি “অতল গহ্বর” থেকে উঠে আসে, যা “শয়তানি শক্তির নতুন প্রকাশ”-এর প্রতীক।

> "'যখন তারা তাদের সাক্ষ্য শেষ করবে [শেষ করছে]।' শোকবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দুই সাক্ষীর ভবিষ্যদ্বাণী করার সময়কাল ১৭৯৮ সালে সমাপ্ত হয়েছিল। যখন তাদের কাজ অগোচরে সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছিল, তখন 'অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা জন্তু' হিসেবে উপস্থাপিত যে ক্ষমতা, তার দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হওয়ার কথা ছিল। ইউরোপের বহু দেশে চার্চ ও রাষ্ট্রের যে ক্ষমতাসমূহ শাসন করত, সেগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী পোপতন্ত্রের মাধ্যমে শয়তানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু এখানে শয়তানি শক্তির এক নতুন প্রকাশ প্রদর্শিত হয়েছে।" The Great Controversy, ২৬৮.

কিছু ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি দিবেন যে, যেহেতু প্রকাশিত বাক্য ১১ অধ্যায়ে ‘অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা পশু’কে ঐ অংশে ফরাসি বিপ্লবের নাস্তিকতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাই ‘অতল গহ্বর’ কথাটি নাস্তিকতার প্রতীক। কিন্তু প্রকাশিত বাক্য ৯ অধ্যায়ে ইসলাম ‘অতল গহ্বর’ থেকে উঠে এসেছে, আর ইসলাম নাস্তিকতা নয়। অতল গহ্বর শয়তানি আবির্ভাবের প্রতীক।

> "আমি তাকে বলেছিলাম যে প্রভু আমাকে দর্শনে দেখিয়েছিলেন যে মেসমেরিজম শয়তানের কাছ থেকে, অতল গহ্বর থেকে এসেছে, এবং এটি শিগগিরই যারা এর ব্যবহার অব্যাহত রাখে তাদেরসহ সেখানেই চলে যাবে।" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২১ জুলাই, ১৮৫১।

"শয়তান" থেকে যা আসে, তা "অতল গহ্বর" থেকে আসা জিনিস। প্রকাশিত বাক্য ১৭ অধ্যায়ে অতল গহ্বর থেকে যে পশুটি উঠে আসে, সেটিই সেই শক্তি যা নাশে ধাবিত হয়, আর যাদের নাম পুস্তকে লেখা নেই, তারা আশ্চর্য হয়ে তার অনুসরণ করবে। "Perdition" মানে চিরন্তন নাশ, এবং প্রকাশিত বাক্যে এটি "আগুনের হ্রদ" হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে সেই পশুটি নিক্ষিপ্ত হয়।

> আর পশুটি ধরা পড়ল, এবং তার সঙ্গে মিথ্যা নবীও, যে তার সামনে আশ্চর্য কাজ করেছিল, যেগুলোর দ্বারা সে প্রতারিত করেছিল তাদেরকে, যারা পশুর চিহ্ন গ্রহণ করেছিল, এবং যারা তার মূর্তিকে উপাসনা করেছিল। এই দুজনেই জীবিত অবস্থায় গন্ধকে জ্বলন্ত অগ্নির হ্রদে নিক্ষিপ্ত হল। প্রকাশিত বাক্য ১৯:২০।

তেরোতম অধ্যায়ে সমুদ্র থেকে উঠে আসা প্রথম জন্তুটিকে—যাকে সিস্টার হোয়াইট সরাসরি পোপতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—সনাক্ত করা হয়েছে। সেই অংশে সমগ্র

পৃথিবী পোপতান্ত্রিক জন্তুর পশ্চাতে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে অনুসরণ করে।

> আর আমি দেখিলাম, তার মাথাগুলোর একটিতে যেন মরণঘা লাগিয়াছে; আর তার সেই মরণঘা সারে উঠিল; এবং সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়ে সেই পশুর পশ্চাতে চলিল। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৩।

প্রকাশিত বাক্যের সতেরো অধ্যায়ের সেই জন্তু—যাকে দেখে 'যারা পৃথিবীতে বাস করে তারা বিস্মিত হবে'—সেটি হলো শয়তানি শক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ, যা ঘটবে যখন আসন্ন রবিবার আইনের সময় পোপতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষত আরোগ্য লাভ করবে। সতেরো অধ্যায়ে যে নারী এবং যে জন্তুর ওপর সে আরোহন করছে, তাদের প্রতিটি ভাববাদী বৈশিষ্ট্য রোমের গির্জাকেই চিহ্নিত করে, যেমন ১৯৫০ সালের আগে প্রকাশিত অভিধানগুলোও চিহ্নিত করেছিল।

প্রকাশিত বাক্য সতেরোর পশুটি গির্জা ও রাষ্ট্রের সংমিশ্রণের প্রতীক; এটাই পশুর মূর্তি। সাতটি মাথা ও দশটি শিংযুক্ত যে পশু, সেটি সেই রাজ্য—দশ রাজা (জাতিসংঘ) নিয়ে গঠিত—যার ওপর নারীটি আরোহণ করে এবং শাসন করে। নারীটি হলো পোপতন্ত্র, যাকে 'মহান বাবিলন, ব্যভিচারিণীদের জননী' হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। প্রতীকগুলো চিহ্নিত করার পর আমরা ১৭৯৮ সালে ফিরে যেতে পারি; ইতিহাসের সেই সময়বিন্দুতে, যেখানে যোহনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্যগুলোর শেষে উপস্থাপনা গ্রহণ করার জন্য।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা সেই রাজ্য এবং দানিয়েল পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাদের উপস্থাপন নিয়ে আলোচনা করব।

> ইতিহাসের মঞ্চে যে যে জাতি আবির্ভূত হয়েছে, প্রত্যেকেকেই পৃথিবীতে নিজ নিজ স্থান অধিকার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যাতে দেখা যায় তা 'প্রহরী ও পবিত্রজন'-এর উদ্দেশ্য পূরণ করবে কি না। ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বের মহান সাম্রাজ্যগুলোর—ব্যাবিলন, মেদো-পারস্য, গ্রিস ও রোম—উত্থান ও পতন চিহ্নিত করেছে। এই প্রতিটি সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে, যেমন কম ক্ষমতাসম্পন্ন জাতিগুলোর ক্ষেত্রেও, ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্ত করেছে। প্রত্যেকটিই পরীক্ষার এক পর্ব ছিল; প্রত্যেকটি ব্যর্থ হয়েছে; তার মহিমা ম্লান হয়েছে; তার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে; এবং তার স্থান আরেকটি অধিকার করেছে।
>
> "যদিও জাতিসমূহ ঈশ্বরের নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং এই প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে নিজেদের ধ্বংস ঘটিয়েছিল, তবুও স্পষ্ট ছিল যে ঐশ্বরিক, সর্বাধিপত্যশীল উদ্দেশ্য তাদের সমস্ত গতিবিধির মধ্য দিয়ে কাজ করছিল।" শিক্ষা, ১৭৭।